সহীহ ইবনু হিব্বান (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ২১০

৫. কিতাবুল ঈমান (كِتَابُ الْإِيمَانِ)

পরিচ্ছেদঃ নিশ্চয়ই জান্নাত ওয়াজিব হবে ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি আমাদের বর্ণিত ঈমানের শাখা অনুযায়ী সাক্ষ্য দিবে এবং সাথে সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অন্যান্য আমল করবে; এমন নয় যে, যে ব্যক্তি আমল না করে শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি দিবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَرَنَ ذَلِكَ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي هِيَ أَعْمَالٌ بِالْأَبْدَانِ لَا أَنَّ مَنْ أَتَى بِالْإِقْرَارِ دُونَ الْعَمَلِ تَجِبُ الْجَنَّةُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ

আরবী

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ"؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, قَالَ: "أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ", قَالَ: "فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ"؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, قَالَ: "يَغْفِرُ لَهُمْ ولا يعذبهم".

الراوي : مُعَاذ بْن جَبَلٍ ا المحدث : العلامة ناصر الدين الألباني ا المصدر : التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

الصفحة أو الرقم: 210 ا خلاصة حكم المحدث: صحيح.

বাংলা

২১০. মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “বান্দার উপর আল্লাহর হক কী?” সাহাবাগণ বললেন: “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।” তিনি বলেন: “বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে শরীক করবে না।” তিনি বলেন: “বান্দা যখন এমন করবে, তখন আল্লাহর উপর বান্দার হক কী হবে?” তাঁরা বললেন: “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।” তিনি বলেন: “তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।”[1]

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ كُلُّهَا مُخْتَصَرَةٌ غَيْرُ

مُتَقَصَّاةٍ وَأَنَّ بَعْضَ شُعَبِ الْإِيمَانِ إِذَا أَتَى الْمَرْءُ بِهِ لَا تُوجِبُ لَهُ الْجَنَّةَ فِي دَائِمِ الْأَوْقَاتِ أَلَا تَرَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَعِبَادَةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ لَمَّا سَأَلُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَقِّهِمْ عَلَى اللَّهِ فَقَالُوا فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَمْ يَقُولُوا فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا قَالُوا ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فَفِيمَا قُلْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ لَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِبَعْضِ شُعَبِ الْإِيمَانِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ بَلْ يُسْتَعْمَلُ كُلُّ خَبَرٍ فِي عُمُومِ مَا وَرَدَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ فِيهِ عَلَى مَا ذكرناه قبل.

আবু হাতিম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেন: “এই হাদীসে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, আমরা পূর্বে যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি, সবগুলোই সংক্ষিপ্ত; বিস্তারিত নয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের কোন শাখা প্রতিপালন করবে, এটা তাকে সব সময় জান্নাত ওয়াজিব করবে না। তুমি কি দেখছো না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বান্দার উপর আল্লাহর হক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর ইবাদত হলো জবান দ্বারা স্বীকৃতি দান করা, অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা। তারপর মুসলিমরা যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন আল্লাহর উপর বান্দার হক সম্পর্কে, তাঁরা বলেন: “যখন বান্দা তা আমল করবে, তখন আল্লাহর উপর বান্দার কী হক হবে?” তাঁরা বলেননি, “যখন বান্দা তা বলবে, তখন আল্লাহর উপর বান্দার কী হক হবে?” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সে শব্দচয়ণকে অস্বীকার করেননি। কাজেই আমরা যা বললাম তাতে রয়েছে সুস্পষ্ট বর্ণনা যে, যে ব্যক্তি ঈমানের কোন শাখা প্রতিপালন করবে, সব সময় তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে না। বরং প্রত্যেক হাদীসের বক্তব্য যে অবস্থা অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যাপকতার উপর প্রযোজ্য হবে, যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।”

ফুটনোট

[1] আত তায়ালিসী: ৫৬৫; আবু আওয়ানা: ১/১৬; ইবনু মান্দাহ: ১০৭; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক: ২০৫৪৬; তাবারানী আল কাবীর: ২০/২৫৪; শারহুস সুন্নাহ: ৪৮; মুসনাদ আহমাদ: ৫/২২৮; সহীহ আল বুখারী: ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম: ৩০,৪৯; তিরমিযী: ২৬৪৩; নাসাঈ: ৮/৪১১; ইবনু মাজাহ: ৪২৯৬।

হাদীসটিকে আল্লামা শুআইব আল আরনাঊত রহিমাহুল্লাহ মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ: ৭২১/৯৪৩।)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি । বর্ণনাকারীঃ মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)
Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=88421

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন